Naya Jamana Evening Edition..........9 October....addddddd..._Layout 1 06-06-2026 16:12 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২২ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৬ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৬৩ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

‘ভূতে’ লুটে খাচ্ছে রেশন! দুর্নীতির শিকড় উপড়াতে শুভেন্দু সরকারের স্ক্যানারে খাদ্যসাথী

মানচিত্রে জুড়বে গোটা বাংলা’, নবান্নে রেলমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বড় ঘোষণা শুভেন্দুর

ইবোলা পরিসংখ্যানে আশার আলো কঙ্গোতে! বিপদ কাটেনি, সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা

৬ ঘণ্টায় দিল্লি !

বাংলায় বুলেট ট্রেনের মহাপরিকল্পনা

মানস দাস ● নয়া জামানা

পশ্চিমবঙ্গের রেল পরিকাঠামোয় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বৈঠকের পর বাংলার জন্য একাধিক মেগা রেল প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে।সবচেয়ে বড় চমক, শিলিগুড়ি থেকে দিল্লি পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চালুর পরিকল্পনা। শনিবার কলকাতায় এসে প্রথমে মেট্রো পরিষেবা পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী।এরপর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন তিনি।বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়,পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, অতীতে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প আটকে ছিল।তবে এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ৬১টি রেল প্রকল্পে অনুমোদন মিলেছে

এবং প্রয়োজনীয় জমি প্রদানে রাজ্য সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।সবচেয়ে আলোচিত ঘোষণা হলো শিলিগুড়ি-দিল্লি বুলেট ট্রেন প্রকল্প।পরিকল্পনা অনুযায়ী,এই ট্রেন চালু হলে মাত্র ছয় ঘণ্টায় দিল্লি পৌঁছানো সম্ভব হবে। উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।শুধু বুলেট ট্রেনই নয়, কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণেও বড়সড় বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০টি নতুন আধুনিক মেট্রো রেক যুক্ত হবে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায়।এর ফলে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত ও দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রেও এসেছে বড় ঘোষণা। ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত একটি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।এই করিডর চালু হলে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে এবং পণ্য পরিবহণের সময় উল্লেখ যোগ্যভাবে কমে যাবে।

রেলমন্ত্রী আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গে ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশন গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি যানজট ও দুর্ঘটনা কমাতে রাজ্যজুড়ে ৫৩৮টি নতুন ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে।অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন,বাংলার রেল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে কোনও সমস্যা নেই। দ্রুত কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করাই এখন লক্ষ্য।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্যের এই নতুন সমন্বয় পশ্চিমবঙ্গের রেল অবকাঠামোকে আমূল বদলে দিতে পারে।বুলেট ট্রেন থেকে আধুনিক মেট্রো,নতুন স্টেশন থেকে ফ্রেট করিডর সব মিলিয়ে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসতে চলেছে এক নতুন যুগ।

জীবনের স্বার্থেই স্বার্থে তৃণমূলনেতাদের জেলে থাকা উচিত ঃ দিলীপ ঘোষ

নয়া জামানা ঃ একের পর এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হয়েছেন দলের নেতা সওকত মোল্লা। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, সবে শুরু হয়েছে। গুনতে থাকুন।মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, এই মুহূর্তে দেড় হাজার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, দ্রুত গ্রেপ্তার না করলে বড় অঘটন ঘটতে পারে, কারণ রাস্তায় নেতাদের ঘিরে ধরে মারধরের ঘটনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তাঁর কথায়, ওদের জীবনের স্বার্থেই ওদের গ্রেপ্তার করা উচিত। কোর্টে মামলা চলুক।এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংগঠনিক রদবদল করেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং দোলা সেনকেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।এই রদবদল নিয়ে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ভোটের আগে অনেকেই মনে করেছিলেন তৃণমূলে উত্তরপ্রদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে ; যেভাবে অখিলেশ যাদব বাবা মুলায়ম সিংকে সরিয়ে দলের শীর্ষে এসেছিলেন। তবে তাঁর মন্তব্য, এখানে উত্তরপ্রদেশের বদলে মহারাষ্ট্রের দৃশ্য হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, ক্ষোভ মূলত ‘ছোটবাবু’র উপরেই বেশি এবং দলের

মধ্যে অস্তিত্বের সংকট তীব্র হচ্ছে। মেয়র পদ থেকে দেওয়ার আগে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহান ব্যক্তিত্বরা যে চেয়ারে বসেছেন, সেখানে তাঁর বসার অধিকার নেই। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দিলীপ ঘোষ বিদ্রূপ করে বলেন, এতদিন কি উনি মাটিতে বসতেন? নাকি ভরতের মতো খড়ম রেখে পুজো করতেন? এই ড্রামা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই শিখেছেন।পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানান, সরকারের কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলছে। তাঁর বক্তব্য, মন্ত্রিসভা ৩৩ জনের হবে না ৪৩ জনের হবে, তার সঙ্গে প্রশাসনিক কাজের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ক্যাবিনেট ধারাবাহিকভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, বিল পাস হচ্ছে এবং কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ প্রকল্পের অনিষ্পন্ন কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান, শীঘ্রই ‘জিরাম জি’ প্রকল্পের কাজও শুরু হবে এবং মন্ত্রীরা যোগ দিলে তাঁরা কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন।

দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়া জামানা ঃ কেরলে প্রবেশ করেছে বর্ষা। শুক্রবার সকালে প্রাক বর্ষার বৃষ্টির স্বাদ পেয়েছে বাংলা। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শনিবারও বিকেলের দিকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে হতে পারে প্রবল ঝড়বৃষ্টি।

করুণাময়ী কলকাতা মেট্রো

নয়া জামানা ঃ হাওড়া, শিয়ালদহ, এয়ারপোর্টের পর এবার কলকাতা স্টেশনও জুড়তে চলেছে মেট্রোপথে! করুণাময়ী থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত নতুন মেট্রো রুট চালু করতে চাইছে রেল মন্ত্রক। প্রাথমিক সমীক্ষার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে রেলমন্ত্রকের তরফে। ক্ষুদিরাম বসু রোড, বাগজোলা খাল, সল্টলেক ৬ নম্বর আইল্যান্ড হয়ে মেট্রো পৌঁছতে পারে করুণাময়ী।

বৃষ্টিতে ডুবল চা বাগান

নয়া জামানা ঃ বর্ষার শুরুতেই টানা ভারী বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ি জেলার মাল ব্লকের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন নিউ মাল থেকে মালবাজারগামী জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত রাজার চা বাগানের কেশর লাইনের বাসিন্দারা। বৃষ্টির জেরে চা বাগানের মাঠ, শ্রমিক লাইন এবং জাতীয় সড়কের একাংশে জল জমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে।

মদ-সিগারেট-মাংস পেলেই
মহিলাদের গর্ভবতী করত এই তান্ত্রিক

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মুম্বইয়ের মালাড এলাকায় আধ্যাত্মিক সাধনার নামে দীর্ঘকাল ধরে চলা এক ভয়ংকর প্রতারণার পর্দাফাঁস করল দিণ্ডোশি থানার পুলিশ। নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দাবি করা ঋদম পাঞ্চাল ওরফে 'মন্টি বাবা'কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বছর সাঁইত্রিশের এই ব্যক্তি আদতে একজন জিম ট্রেইনার ছিলেন, কিন্তু রাতারাতি ভেক বদলে তিনি হয়ে ওঠেন স্বঘোষিত 'গডম্যান'। গত চার বছর ধরে তাঁর এই অপকর্ম চললেও অবশেষে ৬০ জনেরও বেশি মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে শ্রীঘরে পাঠাল পুলিশ।তদন্তে উঠে এসেছে অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। মালাড ইস্টের একটি ফাঁকা জমিতে প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শনিবার রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত দরবার বসাতেন মন্টি। সেখানে তাঁর দাবি ছিল, তাঁর ওপর দেবী ভর করেন এবং তিনি যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বিশেষ করে নিঃসন্তান মহিলাদের সন্তান লাভের টোপ দিয়ে তিনি নিজের জালে ফাঁসাতেন। ঝাড়ফুঁক বা ভূত তাড়ানোর অছিলায় তিনি যে সব কাজ করতেন, তা দেখে হতবাক তদন্তকারীরাও। মুখে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে 'অঘোরী' তান্ত্রিকের বেশে তিনি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেন।

মন্টি বাবার সেবার তালিকায় শুধু টাকাপয়সা ছিল না, তাঁর চাহিদা ছিল আরও অদ্ভুত। আশীর্বাদ বা রোগমুক্তির বিনিময়ে তিনি ভক্তদের কাছে দামী মদ, সিগারেট, জ্যান্ত মুরগি এবং খাসির কলজে দাবি করতেন। আধ্যাত্মিকতার নামে এই ধরণের ভোগবিলাসের চাহিদা দেখেই স্থানীয়দের মনে প্রথম সন্দেহের দানা বাঁধে। কেউ যদি তাঁর এই অদ্ভুত রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন বা টাকা দিতে অস্বীকার করতেন, তবে তাঁদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগও উঠেছে এই ভণ্ড বাবার বিরুদ্ধে।ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী প্রাক্তন বিজেপি কর্পোরেটর তথা আইনজীবী সিদ্ধার্থ শর্মার কাছে গিয়ে নিজেদের দুর্দশার কথা জানান। সামনে আসে মাঝরাতে তান্ত্রিক ক্রিয়ার নামে যৌন শোষণ এবং আর্থিক প্রতারণার ভয়াবহ সব কাহিনী। আইনি পদক্ষেপ শুরু হতেই একে একে আরও অনেকে সাহস করে অভিযোগ জানাতে এগিয়ে আসেন। পুলিশি তদন্তে দেখা গেছে, মন্টি আসলে কেবল একজন জিম ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন এবং তাঁর কোনও আধ্যাত্মিক ভিত্তি নেই। নেশার ঘোরে থাকা অবস্থায় দেবীর ভর হওয়ার অভিনয় করে তিনি আসলে সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষদের শোষণ করছিলেন। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের কুসংস্কার বিরোধী আইনে মন্টি বাবার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে আজই আদালতে পেশ করা হবে। আধ্যাত্মিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এমন অপরাধীদের থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন।

প্রেমিকার জন্য আইফোন কিনতে
নাগপুরে ৬ লক্ষ টাকার কল চুরি!

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রেম ও যুদ্ধে কোনও কিছুই অন্যায় নয়; এই প্রবাদকে বাস্তবে প্রমাণ করলেন নাগপুরের দুই যুবক। নিজেদের প্রেমিকাদের আইফোন উপহার দেওয়ার তীব্র বাসনায় তাঁরা একটি গোডাউন থেকে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ টাকার বিলাসবহুল ডিজাইনার কল (ট্যাপ) চুরি করেন। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। প্রেমিকাদের হাতে দামি উপহার তুলে দেওয়ার আগেই ধরা পড়ে গিয়েছেন দুই যুবক। চুরির কারণ জেনে অবাক হয়ে গিয়েছে পুলিশ।সম্প্রতি রাহুল জয়চাঁদ বাট্রা নামের এক ব্যক্তি চুরির অভিযোগ করেন স্থানীয় থানায়। তিনি 'রাহুল সেরামিকস প্রাইভেট লিমিডেট' নামের একটি স্যানিটারি ও টাইলস বিপণন সংস্থার মালিক। রাহুল অভিযোগ করেন, ২৭ মে গভীর রাতে চোরের দল তাঁর গুদামের ছাদের টিনের চালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা দামের বিলাসবহুল স্যানিটারি পণ্য চুরি করে। পুলিশের কাছে চুরির তালিকা দেন রাহুল জয়চাঁদ বাট্রা। সেই তালিকা অনুযায়ী, চুরি গিয়েছে ৩ লাখ ৯৪ হাজার ৫০০ টাকা দামের পাঁচটি গোল্ড-টোন ডিজাইনার কল, ৬৭ হাজার টাকা দামের তিনটি সাধারণ সোনালি রঙের কল, ১ লাখ ৩০ হাজার ৫০০ টাকা দামের নয়টি রোজ-গোল্ড রঙের কল এবং ৫৮ হাজার টাকা মূল্যের চারটি রুপালি রঙের কল।তদন্তে নেমে একটি বিশেষ দল গঠন করে নাগপুর পুলিশ। খতিয়ে দেখা হয় গোডাউন এবং তার আশপাশের এলাকার ২০-৩৫টি সিসিটিভির ফুটেজ। স্থানীয় পুলিশের খে চরদেরও (গোপন তথ্যদাতা) কাজে লাগানো হয়। এতেই কাজ হয়। ফাঁদ পেতে আটক করা হয় অভিযুক্তদের। এর পর পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে চুরির কথা স্বীকার করে নেয় দুই যুবক এবং তাঁদের এক সহযোগী। কেন এই চুরি শুনে অবাক হয়ে যান তদন্তকারীরা। দুই যুবক জানান, তাঁদের প্রেমিকাদের আইফোন উপহার দেওয়ার জন্যই সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার কল চুরি করেছিলেন।এদিকে, চুরির মাল কেনার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৮ বছর বয়সি ইরফান আলি ওরফে ইম্মু রমজান আলি নামের এক ব্যক্তিকে। দুই যুবক এবং ইরফান আলির কাছ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকার স্যানিটারি সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সাব-ইন্সপেক্টর সন্তোষ কুমার রামলোদ বলেন, প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কেবল ১২ ঘণ্টার মধ্যে চোর ধরেছি আমরা।

ইন্টারনেটে দুষ্টু ছবি দেখতে গেলে লাগবে আধার কার্ড!

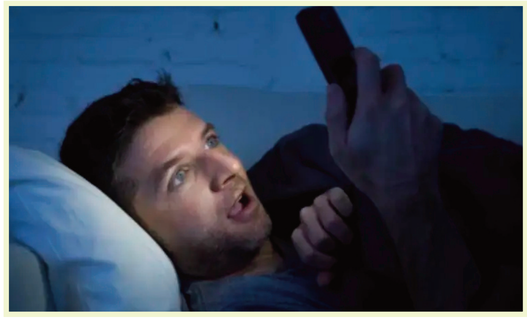

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সর্বোচ্চ আদালত অনলাইন অশ্লীল বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুপযুক্ত কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে আধারভিত্তিক বয়স যাচাই ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দিয়েছে। বৃহস্পতিবার বার অ্যান্ড বেঞ্চ,এর প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, প্রধান বিচারপতি সুর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সহজেই অশ্লীল কনটেন্টে প্রবেশের সুযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।বিচারপতি বাগচি মন্তব্য করেন, বই, শিল্পকর্ম বা নিলামেও অশ্লীলতা থাকতে পারে এবং সেখানে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু মোবাইল ফোন অন করলে কেউ না চাইতেও এমন কনটেন্ট সামনে চলে আসে;এটাই বিপজ্জনক দিক। প্রধান বিচারপতি মত দেন, কোনও ভিডিও চালু হওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড সতর্কতা বার্তা দেখানো যেতে পারে এবং তার পরে আধার নম্বরের মাধ্যমে বয়স যাচাই করেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হতে পারে। তিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র প্রস্তাব, তবে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তাঁর কথায়, সমাজকে দায়িত্বশীল করে তুলতে পারলেই এই সমস্যার বড় অংশ কমে যাবে।আদালতে এই শুনানি হয়েছিল একটি মামলার প্রেক্ষিতে। এই সংস্থা বিরল জেনেটিক রোগ স্পাইনাল মিউস্কুলার অ্যাট্রফি আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে। তারা অভিযোগ জানিয়েছিল যে কিছু স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান এবং ইনফ্লুয়েন্সার, যেমন;সময় রায়না, বিপুন গয়াল, সোনালি ঠাক্কার, নিশান্ত তানওয়ার এবং বালরাজ সিং ঘাই;অসুস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে কৌতুক করেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রচার করেছেন।শুনানিতে আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছে, শারীরিক বা জিনগত প্রতিবন্ধকতা,সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে কটূক্তি, অপমান ও বিদ্রুপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার মতো কঠোর আইন তৈরির বিষয়ে ভাবতে হবে। বিচারপতিদের প্রশ্ন;যদি তফসিলি জাতি-জনজাতির জন্য অ্যাক্ট তৈরি করা যায়, যেখ ানে জাতিগত অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ;তবে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একই ধরনের আইন কেন থাকবে না?সরকারের পক্ষে সলিসিটার জেনারেল আদালতকে জানান, ইন্টারনেটের সমস্যা শুধু অশ্লীলতায় সীমিত নয়, বরং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকারীদের তৈরি তবিকৃতদ কনটেন্ট আরও বড় উদ্বেগের বিষয়। তাঁর দাবি; বাক্ স্বাধীনতা মূল্যবান হলেও তা বিকৃতির আকার নিতে পারে না।আদালত আরও মন্তব্য করে, কেবল স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থার উপর ভরসা করলে চলবে না। নিরপেক্ষ ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, যেখানে কনটেন্ট নির্মাতা ও সরকার কেউই প্রভাব খাটাতে পারবে না। বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে;যদি স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হতো, তবে এত অভিযোগ ও বিতর্ক কেন বাড়ছে?আগে আদালত জানিয়েছিল, বিজ্ঞাপন বা বাণিজ্যিক বক্তব্য এবং নিষিদ্ধ বক্তৃতা সংবিধানের আওতায় বাকস্বাধীনতার অধিকার হিসেবে গণ্য হয় না।

আদালত ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট পাঁচ কনটেন্ট নির্মাতাকে তাদের ভিডিওতে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিয়েছে।এই বিতর্কের মধ্যেই আদালতের আধারভিত্তিক বয়স যাচাইয়ের প্রস্তাব অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, বাকস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করেছে। এখন নজর কেন্দ্রে;সরকার কি এমন আইন আনবে, নাকি আরও মতামত নিয়ে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

'সমুদ্র মন্থনে' বিরাট সাফল্য

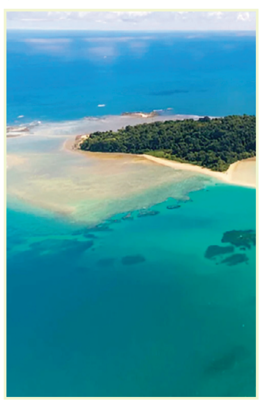

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আন্দামান উপকূলীয় অববাহিকায় আরও একটি প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে ভারত। যা এই অঞ্চলে অনুসন্ধান প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করেছে। সর্বশেষ এই আবিষ্কারটি করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ওআইএল)। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই আবিষ্কারকে সরকারের 'সমুদ্র মন্থন' উদ্যোগের অধীনে আরেকটি মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে পুরী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে প্রায় ৩৫৫ মিটার গভীর জলে ওআইএল-এর খনন করা শ্রী বিজয় পুরম-৩ অনুসন্ধানমূলক কূপে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইওসিন স্তরে ১,৯০০ মিটারেরও বেশি গভীরতায় প্রাথমিক উৎপাদন পরীক্ষায় ক্রমাগত ফ্লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক এই আবিষ্কারটি এই ভাবনাকেই আরও শক্তিশালী করেছে যে, এই অঞ্চলটি ভারতে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন এলাকা হয়ে উঠতে পারে।এ ছাড়াও, আন্দামান অববাহিকায় ওআইএল-এর অনুসন্ধান কর্মসূচির অধীনে এটি দ্বিতীয় নিশ্চিত হাইড্রোকার্বন আবিষ্কার। সংস্থাটি এখন পর্যন্ত খনন করা তিনটি অনুসন্ধানমূলক কূপের মধ্যে দু'টিতে হাইড্রোকার্বনের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। এই আবিষ্কারটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আন্দামান-নিকোবর অববাহিকায় বিশাল, অব্যবহৃত ভাণ্ডার মজুত থাকতে পারে। কারণ, এটি মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার হাইড্রোকার্বন-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে একই ভূতাত্ত্বিক বলয়ে অবস্থিত।

পুরুষ অন্নপূর্ণা,গ্রামীণ চিকিৎসকের অ্যাকাউন্টে ঢুকল টাকা

নয়া জামানা , নদিয়া ঃ মহিলাদের জন্য রাজ্য সরকারের ঘোষিত অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা এবার জমা পড়ল এক পুরুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার ভীমপুর থানার অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে। ঘটনায় জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা, প্রশাসনের কাছে দাবি উঠেছে দ্রুত তদন্তের।চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস পেশায় একজন গ্রামীণ চিকিৎসক। তিনি সরকারি বৃদ্ধভাতার সুবিধাভোগী। সম্প্রতি নিজের প্রাপ্য বৃদ্ধভাতা তুলতে স্থানীয় ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে গেলে জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে বৃদ্ধভাতার অর্থের পাশাপাশি অন্নপূর্ণা যোজনা খাতে অতিরিক্ত ৩,০০০ টাকা জমা হয়েছে। বিষয়টি জেনে হতবাক হয়ে যান তিনি নিজেই। সঞ্জিতবাবু জানান, এই প্রকল্পের জন্য তিনি কোনোদিন আবেদন করেননি, এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর কথায়, আমি বৃদ্ধভাতার টাকা তুলতে গিয়েছিলাম। তখন জানতে পারি আমার অ্যাকাউন্টে

অন্নপূর্ণা যোজনার ৩ হাজার টাকা এসেছে। আমি বুঝতে পারছি না এই টাকা কীভাবে এল। তাই ওই টাকা তুলিনি। তিনি আরও জানান, বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অবহিত করবেন এবং সরকারি নিয়ম মেনে ওই অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।এটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। সম্প্রতি নদিয়া জেলার একাধিক এলাকা থেকে পুরুষদের অ্যাকাউন্টে সরকারি মহিলা-কেন্দ্রিক প্রকল্পের অর্থ জমা পড়ার অভিযোগ সামনে আসছে। এর আগেও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা নজরে এসেছিল।স্থানীয়দের একাংশের মতে, সরকারি তথ্যভাণ্ডারের ত্রুটি অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্তিকরণে গলদের কারণেই এই বিভ্রাট ঘটছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।ঘটনাটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফল, নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ ; তা নিয়ে এলাকায় প্রশ্ন উঠছে।

বাসিন্দাদের বড় একটি অংশ বিষয়টির দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন, যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত না হন এবং সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাত্রা, যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাল বিজেপি

বাবলু রহমান, নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি, ঃ রাজ্য সরকারের নতুন ব্যবস্থায় গত ১ জুন থেকে সরকারি বাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াতের সুযোগ পাচ্ছেন মহিলা যাত্রীরা। এই সুবিধা ঠিকমতো মহিলাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এবং তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে শনিবার জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করল বিজেপি।এদিন জাতীয় সড়ক দিয়ে ডুয়ার্স থেকে শিলিগুড়িগামী বিভিন্ন সরকারি বাসে উঠে মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন বিজেপি কর্মী ও নেতারা। বাসে থাকা মহিলাদের হাতে জলের বোতল ও পদ্মফুল তুলে দিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি নতুন এই পরিষেবা নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথাও শোনা হয়।বিজেপি নেতা তপনকুমার চক্রবর্তী জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার ভিত্তিতে গত ১ জুন থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে এবং মহিলা যাত্রীরা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা,

তা জানতেই তাঁরা সরাসরি বাসে উঠে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন।তিনি আরও বলেন, আজ আমরা জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় বিভিন্ন সরকারি বাসে যাতায়াতকারী মহিলা যাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁদের হাতে জলের বোতল ও পদ্মফুল তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তাঁরা বিনামূল্যে বাস পরিষেবার সুবিধা সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা, তাও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।বাসের মহিলা যাত্রীরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। অনেকেই জানান, বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন খরচ কিছুটা কমেছে। বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলা, ছাত্রী এবং বিভিন্ন কাজে নিয়মিত যাতায়াতকারী মহিলাদের জন্য এই ব্যবস্থা যথেষ্ট উপকারী বলে তাঁরা মনে করছেন।এদিনের কর্মসূচিতে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, আগামী দিনেও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হবে এবং সরকারি পরিষেবার সুবিধা মানুষের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা, তা নজরে রাখা হবে।সব মিলিয়ে, মহিলাদের বিনামূল্যে বাস যাত্রার এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ির গোশালা মোড় এলাকায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শুভেচ্ছা, সৌজন্য ও জনসংযোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায় এদিনের কর্মসূচিতে।

পুকুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, তদন্তে বেঙ্গল এসটিএফ

নয়া জামানা , সন্দেশখালি ঃ সন্দেশখালির মণিপুর এলাকায় পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করল বেঙ্গল এসটিএফ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার সকালে ওই এলাকায় অভিযান চালান তদন্তকারীরা।

তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত ১৭টি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্ত সূত্রে জানা গেছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি কীভাবে সেখানে মজুত করা হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।অভিযানের সময় সংশ্লিষ্ট পুকুরের মালিক এবং তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে এলাকায় পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ দাবি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। যদিও এসব অভিযোগের কোনওটিরই স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা যায়নি।অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাসিন্দাদের একাংশ দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।অন্যদিকে, এই অভিযান নিয়ে এক্স (পূর্ব টুইটার)-এ পোস্ট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি এসটিএফের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন এবং রাজ্যে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন।

চাকুলিয়ায় গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা ,উত্তর দিনাজপুর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ ও বাজারমূল্যকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার চাকুলিয়া থানার লাহিল এলাকায় একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে আটক করা হয়। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কুইন্টাল ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

ঘটনায় গাড়িতে থাকা ইজহার আলম ও অজয় কুমার পোদ্দার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ইজহার আলম চাকুলিয়ার ঠাকুরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এবং অজয় কুমার পোদ্দার কিশনগঞ্জ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার সংক্রান্ত ধারায় মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং তা কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার ঘটনাটি চাকুলিয়া থানার পুলিশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

অসমাপ্ত সেতুতে ক্ষোভ, সরেজমিনে বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি শহরের সমাজপাড়া এলাকায় রবীন্দ্রভবনের উল্টোদিকে বহুদিন ধরে একটি সেতুর কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নদীর উপর সেতুটি তৈরি শুরু হলেও আজ পর্যন্ত সেটি সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে একদিকে যেমন সরকারি টাকার অপচয় হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষও কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য এই সেতুটি চালু হলে অনেকটা পথ কমে যেত এবং মানুষের সময় ও কষ্ট দুটোই বাঁচত। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক অনন্ত দেব অধিকারী শহরের বিভিন্ন অসমাপ্ত ও পরিত্যক্ত প্রকল্প পরিদর্শনে বের হন। সমাজপাড়ার এই সেতুতেও তিনি যান এবং গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সেতুর চারপাশে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকা, দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধ থাকা এবং মানুষের ভোগান্তির বিষয়টিও তিনি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, এই সেতুর কাজ

বিগত দিনে পরিকল্পনাহীনভাবে করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া কাজ শুরু করার ফলেই আজ এই অবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এবং সরকারি টাকাও অপচয় হয়েছে। কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, কারা এর জন্য দায়ী এবং কী কারণে কাজ থমকে গেছে, তা আগামী দিনে খতিয়ে দেখা হবে বলেও তিনি জানান। সাংবাদিকরা জানতে চান, বিষয়টি নিয়ে কোনো তদন্ত হবে কি না। উত্তরে বিধায়ক স্পষ্ট জানান, বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, সমস্যার সমাধানের জন্যও চেষ্টা করা হবে।সেতুটি সম্পূর্ণ হলে মানুষের কী উপকার হবে, সেই প্রশ্নের জবাবে অনন্ত দেব অধিকারী বলেন, এই সেতু চালু হলে শুধু এলাকার বাসিন্দারাই নয়, সকলেরই উপকার হবে। বিশেষ করে সদর হাসপাতালে যাতায়াত আরও সহজ ও দ্রুত হবে। বহু মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যারও সমাধান হতে পারে। এদিন শুধু এই সেতুই নয়, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে অসমাপ্ত ও বন্ধ হয়ে থাকা একাধিক প্রকল্পের অবস্থাও খতিয়ে দেখেন বিধায়ক। পাশাপাশি শহরকে জঞ্জালমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে কোথায় কী সমস্যা রয়েছে, তাও তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যার কথাও শোনেন। সব মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা সমাজপাড়ার অসমাপ্ত সেতু নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখছেন এলাকার মানুষ। এখন দেখার বিষয়, পরিদর্শন ও আশ্বাসের পর বাস্তবে সেতুর কাজ আবার শুরু হয় কি না এবং কবে নাগাদ সাধারণ মানুষের জন্য তা খুলে দেওয়া সম্ভব হয়। বহুদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে এই সেতু আদৌ মানুষের কাজে লাগে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী।

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....addddddd..._Layout 1 06-06-2026 16:13 Page 4

বাচ্চাওয়ালি তোপ চালাতে ভয় পেতেন সেরা সেরা যোদ্ধারা

মুর্শিদাবাদ শহর। এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলার নবাবি শাসন, আবার ইংরেজ লুঠেরাদের কাছে বাংলা এবং তারপর সমস্ত ভারতের দাসত্বও এই শহর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নবাবদের শহর বলে কথা! এখানকার দেওয়ালে দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সেই টানটান রোমাঞ্চের গল্প, এখানকার প্রত্যেকটা ঘাসে স্মৃতি হয়ে লুকিয়ে আছে দক্ষ প্রশাসক নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র দাপট, বর্গি আক্রমণের সময়ে নবার আলিবর্দি খাঁ-র দুরন্ত চতুরতা কিংবা পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার হাহাকার। এই শহরের অলিতে গলিতে ইতিহাস যেন কথা বলে। তারই অমোঘ আকর্ষণে পর্যটকরা বারবার ছুটে যান মুর্শিদাবাদে , হাজারদুয়ারি প্রাসাদ, ইমামবাড়া, বাচ্চাওয়ালি তোপ, মতিঝিল পার্ক, জাহানকোষা কামান, দাফরাগঞ্জ প্রাসাদের মধ্যে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে। মুর্শিদাবাদের সবথেকে জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান হাজারদুয়ারি প্রাসাদ। ভাগীরথী নদীর পুব দিকে তিন তলা বিশাল এক বাড়ি। এই অট্টালিকার উত্তরে রয়েছে বাংলার সবথেকে বড়ো ইমামবাড়া। হাজারদুয়ারি আর ইমামবাড়ার মাঝখানে মাঠের মধ্যে সাদা মদিনা দেখতে পাওয়া যাবে। এটা সিরাজ-উদ-দৌলার সময়ে তৈরি হওয়া একমাত্র স্থাপত্যের নিদর্শন। মদিনার পাশেই রাখা আছে একটা বিশাল কামান।

বিখ্যাতও বটে। এই কামানের নাম বাচ্চাওয়ালি তোপ। যিনি হাজারদুয়ারি তৈরি করিয়েছিলেন, সেই নবাব হুমায়ুন জা-র আমলে এই বিরাট কামান ভাগীরথী নদীর গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। বাচ্চাওয়ালি তোপ কবেকার, তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কিছু মানুষ মনে করেন, এই তোপ সম্ভবত ১৩-১৪ শতকের গৌড়ের কোনো সুলতানের আমলে বানানো হয়েছিল। কেউ বলেন, এটি ছিল বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের কামান। তবে সব থেকে প্রচলিত মত হচ্ছে, ঢাকার বিশিষ্ট লোহার মিস্ত্রি জনার্দন কর্মকার এটা তৈরি করেছিলেন ১৬৪৭ সালে। এই জনার্দন কর্মকার আরেকটি বিখ্যাত কামান বানিয়েছিলেন, তার নাম জাহানকোষা।বিশাল এই বাচ্চাওয়ালি কামান ১৮ ফুট লম্বা, ব্যাস ২২ ইঞ্চি আর প্রায় ৭৬৫৭ কিলোগ্রাম ভারী। এই কামান দাগার জন্য প্রয়োজন হত ১৮ সের মশলা বারুদ। তবে কামানটার নাম ‘বাচ্চাওয়ালি’ কীভাবে হল? এই নিয়ে একটা গল্প লোকমুখে প্রচলিত আছে। বলা হয়,

এই কামান দাগা হয়েছিল মাত্র একবারই। কিন্তু সেই তোপ দাগার শব্দ এত তীব্র ছিল যে আশেপাশের বহু গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটে যায়। সেই কারণেই এর নাম দেওয়া হয় বাচ্চাওয়ালি তোপ। তারপর থেকে এই ভয়ংকর কামান আর ব্যবহার করা হয় না। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

মুর্শিদাবাদ শহর। এই জায়গা থেকে শুরু হয়েছিল স্বাধীন বাংলার নবাবি শাসন, আবার ইংরেজ লুঠেরাদের কাছে বাংলা এবং তারপর সমস্ত ভারতের দাসত্বও এই শহর থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। নবাবদের শহর বলে কথা! এখানকার দেওয়ালে দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায় প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের সেই টানটান রোমাঞ্চের গল্প, এখানকার প্রত্যেকটা ঘাসে স্মৃতি হয়ে লুকিয়ে আছে দক্ষ প্রশাসক নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ-র দাপট, বর্গি আক্রমণের সময়ে নবার আলিবর্দি খাঁ-র দুরন্ত চতুরতা কিংবা পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার হাহাকার।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।